18 August 2026

SAMMILITO ISLAMI BANK PLC
24/7 16246

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
SAMMILITO ISLAMI BANK PLC
রাষ্ট্রমালিকানাধীন শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক

NEWSLETTER

"ONE TEAM ONE FUTURE"

উৎকর্ষের অভিযাত্রায় সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের অংশ হিসেবে পাঁচটি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক এক্সিম ব্যাংক পিএলসি, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি একীভূত হয়ে গঠিত হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। এই একীভূতকরণ দেশের ব্যাংকিং খাতে সুশাসন, আর্থিক স্থিতিশীলতা ও আমানতকারীদের আস্থা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাঁচটি ব্যাংকের অভিজ্ঞতা, জনবল, শাখা-নেটওয়ার্ক, প্রযুক্তি ও গ্রাহকভিত্তিকে সমন্বিত করে একটি শক্তিশালী ও আধুনিক শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। একীভূতকরণের মাধ্যমে সম্পদ ও দায়দেনা নতুন ব্যাংকের কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে এবং ব্যাংকটির কার্যক্রমকে একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। পাঁচটি ব্যাংকের একীভূতকরণ (মার্জার) প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এর সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব কাজি শায়রুল হাসান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আবেদুর রহমান সিকদার- এর নিকট গত ৩০ জুলাই এক্সিম ব্যাংক, ০৬ আগস্ট সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, ১০ আগস্ট ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এবং ১৩ আগস্ট ইউনিয়ন ও গ্লোবাল ব্যাংকের দায়িত্ব এক মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর মহোদয়ের উপস্থিতিতে হস্তান্তর করা হয়। দায়িত্ব গ্রহণ শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আবেদুর রহমান সিকদার বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অর্পিত দায়িত্ব সততা, স্বচ্ছতা, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে ব্যাংকের সুশাসন আরও সুদৃঢ় করা, গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ, টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দেশের ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে তিনি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

৩০ জুলাই ২০২৬ তারিখে এক্সিম ব্যাংকের দায়িত্ব বুঝে নিলো সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

০৬ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব বুঝে নিলো সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

১০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব বুঝে নিলো সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

১৩ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ইউনিয়ন ব্যাংকের দায়িত্ব বুঝে নিলো সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

১৩ আগস্ট ২০২৬ তারিখে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব বুঝে নিলো সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিচালনা পর্ষদ, ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রাহক এবং সকল অংশীজনের আন্তরিক সহযোগিতা, পরামর্শ ও দোয়া কামনা করেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, দেশের প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি প্রকৃত শরিয়াহ্‌সম্মত ব্যাংকিং এবং গ্রাহককেন্দ্রিক কল্যাণমুখী আর্থিক সেবার মাধ্যমে দেশের টেকসই জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক শুধু একটি নতুন ব্যাংক নয়; এটি দেশের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আস্থা, স্থিতিশীলতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি নতুন প্রয়াস।

পাঁচ ব্যাংকের সকল নির্বাহী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ "One Team-One Future" প্রত্যয়কে ধারন করে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংককে নিয়ে যাবে এক অনন্য উচ্চতায়- এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

NEWSLETTER
18 August 2026 | Call Center 16246 | www.sammilitobankbd.com

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
SAMMILITO ISLAMI BANK PLC
রাষ্ট্রমালিকানাধীন শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে খেলাপি বিনিয়োগ আদায় কার্যক্রম জোরদারে COLLECTION & RECOVERY *WAR ROOM* গঠন

খেলাপি বিনিয়োগ আদায় ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি-তে বিশেষ "কালেকশন এন্ড রিকভারি ওয়ার রুম" গঠন করা হয়েছে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবেদুর রহমান সিকদার প্রধান অতিথি হিসেবে ১৬ আগস্ট ২০২৬, রবিবার ব্যাংকের কর্পোরেট হেড অফিসের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে "কালেকশন এন্ড রিকভারি ওয়ার রুম"-এর কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের বিনিয়োগ আদায়ের বর্তমান পরিস্থিতি, বড় বিনিয়োগ গ্রহীতাদের রিকভারি স্ট্র্যাটেজি, নির্ধারিত কালেকশন টার্গেট, প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে পাঁচটি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দসহ রিকভারি ও লিগ্যাল ডিভিশনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে ব্যাংকের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো খেলাপি ও অনাদায়ী বিনিয়োগসমূহ দ্রুত ও কার্যকরভাবে আদায় ও পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করা। বিপুল সংখ্যক আমানতকারীর স্বার্থ সুরক্ষা এবং তাদের আমানতের অর্থ ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ আদায় কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে গঠিত "কালেকশন এন্ড রিকভারি ওয়ার রুম"-এর মাধ্যমে ব্যাংকের বিনিয়োগ আদায় ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয়, পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা হবে। একইসঙ্গে কালেকশন এন্ড রিকভারি কার্যক্রমও এই ওয়ার রুম- এর মাধ্যমে পরিচালনা ও সমন্বয় করা হবে। এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য হলো দ্রুত ও কার্যকরভাবে খেলাপি ও অনাদায়ী বিনিয়োগ আদায় ও পুনরুদ্ধার করা এবং বিনিয়োগ আদায়ের সম্ভাব্য সকল সুযোগ সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগানো। একইসঙ্গে বড় বিনিয়োগ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও নিয়মিত ফলো-আপ নিশ্চিত করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত আইনগত ও অন্যান্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এর মাধ্যমে ব্যাংকের তারল্য পরিস্থিতি আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সর্বোপরি আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

সভায় বক্তব্য প্রদানকালে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবেদুর রহমান সিকদার বলেন, কালেকশন এন্ড রিকভারি কার্যক্রমকে শুধু একটি নিয়মিত ব্যাংকিং কার্যক্রম হিসেবে দেখলে চলবে না; বরং এটি আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং ব্যাংকের আর্থিক পুনর্গঠনের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। তিনি বলেন, কার্যকর ও দ্রুত বিনিয়োগ আদায় নিশ্চিত করা গেলে ব্যাংকের আর্থিক সক্ষমতা ও তারল্য পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং এর মাধ্যমে আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

Collection & Recovery War Room- এর কার্যপ্রণালী:

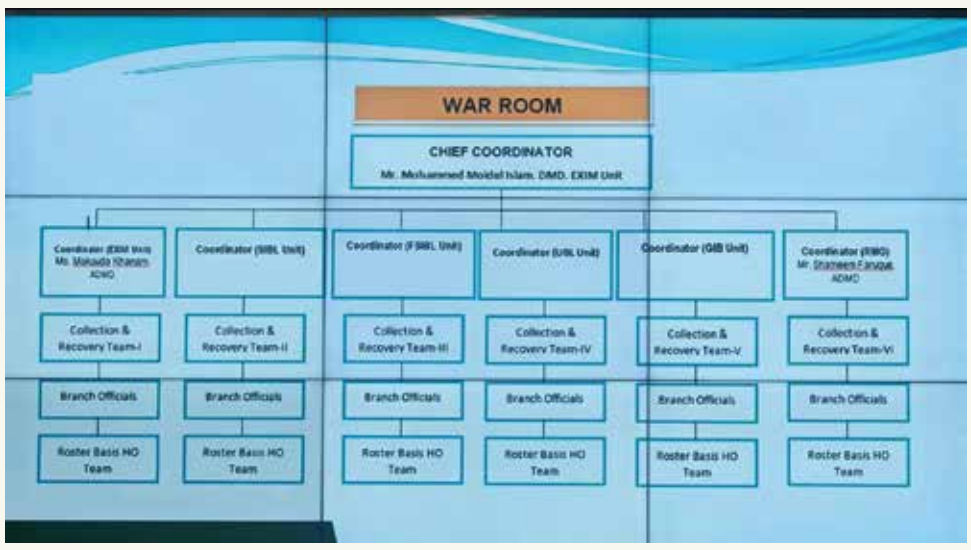

Collection & Recovery War Room-এর কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা, সমন্বয় ও তদারকির জন্য একটি সমন্বিত কাঠামো গঠন করা হয়েছে। এর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা, রিকভারি টিমসমূহের মধ্যে সমন্বয়, দৈনিক অগ্রগতি পর্যালোচনা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত আপডেট প্রদানের জন্য একজন Chief Coordinator নির্ধারণ করা হয়েছে। তাকে সহযোগিতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য পাঁচটি ব্যাংক থেকে একজন করে মোট পাঁচজন Coordinator থাকছেন, যাদের প্রত্যেকের অধীনে স্ব স্ব ব্যাংকের পাঁচটি রিকভারি টিম কাজ করবে। এই টিমসমূহ সার্বক্ষণিকভাবে ব্যাংকের classified, overdue ও অন্যান্য আদায়যোগ্য বিনিয়োগ বিষয়ে শাখাগুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে নিয়মিতভাবে War Room-কে অগ্রগতি জানানোর ব্যবস্থা করবে। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে কর্মরত ৫০ শতাংশ জনবলকে পর্যায়ক্রমে Roster ভিত্তিতে War Room- এর কার্যক্রমে নিয়োজিত করা হবে। ফলে সমন্বিতভাবে সুচারুরূপে War Room- এর কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।